# ইলায়ে কালিমাতুল্লাহ

## মর্ম, হুকুম ও অর্জনের পদ্ধতি

**মূল:**

**মুফতি উবাইদুর রহমান মারদান (পাকিস্তান)**

প্রধান মুফতি, মারকাজুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ, মারদান

**অনুবাদ: আব্দুল্লাহ বিন বশির**

(শিক্ষক, মাদরাসাতু আলী রা.

শিবুমার্কেট, পাঠানটুলি, নারায়নগঞ্জ)

ইসলামের উদ্দেশ্যসমূহের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো 'ইলায়ে কালিমাতুল্লাহ'। এর মূল মর্ম তো অনেক ব্যপক ও বিস্তৃত। কিন্তু সংক্ষিপ্ত শব্দে এর সারমর্ম হলো, আল্লাহর দীনের আওয়াজ সর্ব জায়গায় উঁচু থাকবে এবং সকল মতবাদ, চিন্তাদর্শন ও জীবনব্যবস্থার উপর তা রাজত্ব করবে ও বিজয়ী হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿ وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلسُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

'তিনি (আল্লাহ) কাফেরদের কথা নীচু করে দিলেন। আর আল্লাহর কথাই সবচেয়ে উঁচু। এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।'[1]

এখানে 'আল্লাহর কালিমা' ও 'তার কথা উচুঁ' দ্বারা কী উদ্দেশ্য, এই বিষয়ে ইমাম তবারি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৩১০ হি.) লেখেন,

(وكلمة الله هي العليا) ، يقول: ودين الله وتوحيده وقول لا إله إلا الله، وهي كلمته (العليا) ، على الشرك وأهله، الغالبة. (جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٢٦١/١٤، تحت سورة التوبة :٤٠)

'(আর আল্লাহর কথাই সবচেয়ে উঁচু) এই কথা দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর দীন ও তাঁর তাওহিদ। আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'ই হলো উঁচু কালিমা এবং শিরক ও মুশরিকের উপর বিজয়ি কালিমা।'[2]

'ইলায়ে কালিমাতুল্লাহ' একে আরেক শব্দে 'ইজহারে দীন' (দীনের বিজয়) বলা হয়। কুরআনে এই শব্দে কয়েক জায়গায় বিবৃত হয়েছে।

---

[1] সূরা তাওবা : ৪০

[2] তাফসিরে তবারি ১৪/২৬১

এবং এটাকে ইসলামের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ﴾

'তিনিই ঐ সত্তা, যিনি স্বীয় রাসুলকে হেদায়েত ও সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি একে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিক (তা) অপছন্দ করে।'[3]

অপর স্থানে বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا

'তিনিই ঐ সত্তা, যিনি স্বীয় রাসুলকে হেদায়েত ও সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি একে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করে। আর সাক্ষ্যদাতা হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।'[4]

অন্য আরেক আয়াতে বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ

[3] সূরা তাওবা : ৩৩

[4] সূরা ফাতহ : ২৮

'তিনিই ঐ সত্তা, যিনি স্বীয় রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) হেদায়েত ও সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি একে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিক (তা) অপছন্দ করে।'[5]

এই আয়াতগুলোতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে প্রেরণের অন্যতম একটী উদ্দেশ্য এটাও নির্ধারন করা হয়েছে যে, সকল ধর্মের উপর আল্লাহর সত্য দ্বীন—ইসলাম, বিজয়ী হবে।

## দীনের বিজয় দ্বারা কোন বিজয় উদ্দেশ্য?

কোনো একটি বিষয়ের বিজয়ের কয়েকটি দিক হতে পারে। এক. দলিল ও প্রমানাদির মধ্যে বিজয় লাভ করা। দুই. সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমে বিজয় লাভ করা। দুনিয়াতে তারই অনুসারী সবচেয়ে বেশি। তিন. শাসন, ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির মাধ্যমে বিজয়ী হওয়া—দুনিয়া তারই কর্তৃত্ব ও সুপ্রিমিটি অনুযায়ী চলে। এবং জীবনের সকল অনুষঙ্গে তারই দিকনির্দেশনা ও শিক্ষার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এখন প্রশ্ন হলো কুরআনে 'দীনের বিজয়' দ্বারা কোন বিজয় উদ্দেশ্য? এবং সে অনুযায়ী আমাদের দায়িত্ব কী? এবং আমরা কোন প্রকারের বিজয়ের জন্য নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলবো?

উম্মতের তাফসির বিশারদগণ এই বিষয়ে বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। কতকের মত হলো, দলিল ও প্রমানাদির মাধ্যমে বিজয় অর্জন আয়াতের উদ্দেশ্য। আর কিছু বিদ্যানের অভিমত হলো শাসন পরিচালনায় আল্লাহর সর্বময় কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিজয় অর্জন। যেমন ইমাম রাজী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৬০৬ হি.) বলেন,

---

[5] সূরা সফ : ৯

واعلم أن ظهور الشيء على غيره قد يكون بالحجة، وقد يكون بالكثرة والوفور، وقد يكون بالغلبة، والاستيلاء، ومعلوم أنه تعالى بشر بذلك، ولا يجوز أن يبشر إلا بأمر مستقبل غير حاصل، وظهور هذا الدين بالحجة مقرر معلوم، فالواجب حمله على الظهور بالغلبة. (مفاتيح الغيب ٣٣/١٦، تحت سورة التوبة: ٣٣، ط. دار إحياء التراث)

'কোনো বিষয়ের উপর বিজয় অর্জন কখনো দলিলের আলোকে হয়, কখনো সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমে, আবার কখনো শাসনক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমেও হয়। আল্লাহ তাআলা বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। আর এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ ভবিষ্যতের এমন কোনো বিষয়ের সংবাদ দিবেন যা অর্জন হবে না। আর দলিল প্রমানাদির আলোকে দীনের বিজয় সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্পষ্ট। তাই এখানে বিজয় দ্বারা শাসনের মাধ্যমে বিজয় উদ্দেশ্য নেয়া আবশ্যক।'[6]

ইমাম জাসসাস রহিমাহুল্লাহসহ আরো কতক আলেম বিজয় দ্বারা 'দলিল-প্রমাণ ও শাসন প্রতিষ্ঠা' উভয়টিই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। জাসসাস রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৩৭০ হি.) বলেন,

قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فيه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بنصرهم وإظهار دينهم على سائر الأديان، وهو إعلاؤه بالحجة والغلبة وقهر أمته لسائر الأمم، وقد وجد مخبره على ما أخبر به بظهور أمته وعلوها على سائر الأمم المخالفة لدين الإسلام. (أحكام القرآن ٣٠٠/٤، سورة التوبة: ٣٤)

[6] তাফসিরে কাবির ১৬/৩২

'তিনিই ঐ সত্তা, যিনি স্বীয় রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) হেদায়েত ও সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি একে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন' এই আয়াতের মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে যে, আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন এবং সকল ধর্মের উপর একে বিজয়ী করবেন। আর তা দলিল-প্রমানের মাধ্যমে হবে, আবার সকল উম্মতকে পরাভূত করার মাধ্যমেও হবে। বিজয় দ্বারা এখানে এই উভয় প্রকারই উদ্দেশ্য। 'ইসলামের বিপরীত যত সম্প্রদায় রয়েছে, সকলের উপর ইসলামের বিজয় অর্জন হবে' এই বিষয়ের সংবাদদাতা তার দেয়া সংবাদ দেখতে পেয়েছেন।'[7]

মাওলানা আব্দুশ শকুর ফারুকি লাখনবি রহিমাহুল্লাহ লেখেন, 'কুরআনে বলা হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সকল ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় অর্জন হওয়া। এই আয়াত থেকে এটা বুঝা প্রয়োজন যে, বিজয় দ্বারা আসলে কোন বিজয় উদ্দেশ্য? বিজয় মূলত দুধরনের হয়। এক. দলিলের মাধ্যমে বিজয় হওয়া। অর্থাৎ, ইসলামের সত্যতা এবং অন্যধর্মের ভ্রান্তির উপর এমন মজবুত দলিল প্রতিষ্ঠিত হওয়া, যা কখনো খণ্ডন করা সম্ভব নয়। দুই. অস্ত্রের মাধ্যমে বিজয় অর্জন। অর্থাৎ, সত্য ধর্মের প্রতাপ ও প্রতিপত্তির সামনে অন্যসকল ধর্ম নতি স্বীকার করবে। আমাদের

[7] আহকামুল কুরআন ৪/৩০০

বক্তব্য হলো, আয়াতে ইসলামের বিজয় দ্বারা উভয় প্রকারের বিজয়ই উদ্দেশ্য।’[8]

এখন প্রশ্ন হলো যদি বিজয় দ্বারা শাসনক্ষমতার বিজয় উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা কখন হবে? কারো বক্তব্য হলো এই চূড়ান্ত বিজয় হযরত ইমাম মাহদির সময় হবে, আর কেউ কেউ বলেছেন হযরত ঈসা আ. -এর সময় হবে।

ইমাম তবারি রহিমাহুল্লাহ লেখেন,

وقد اختلف أهل التأويل في معنى قوله: (ليظهره على الدين كله). فقال بعضهم: ذلك عند خروج عيسى، حين تصير الملل كلها واحدة.... وقال آخرون: معنى ذلك: ليعلمه شرائع الدين كلها، فيطلعه عليها. (جامع البيان عن تأويل آي القرآن ١٤/٢١٥، تحت سورة التوبة :٣٣)

‘আল্লাহর বানী “যাতে তিনি একে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করবেন” এই কথার ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন এটা হযরত ঈসা আ. কেয়ামতের পূর্বে দুনিয়াতে আগমনের সময় হবে। সে সময় সকল ধর্ম একধর্মে—ইসলামে পরিণত হবে। ... আবার কেউ কেউ বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শরীয়তের সকল জ্ঞান দেয়া হবে এবং তিনি সেগুলোর ব্যাপারে অবগত হবেন।’[9]

ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৫৯৭ হি.) লেখেন,

---

[8] তুহফায়ে খিলাফত পৃ. ৫২০

[9] তাফসিরে তবারি ১৪/২১৫

ثم في معنى الكلام قولان: أحدهما: ليظهر هذا الدين على سائر الملل. ومتى يكون ذلك؟ فيه قولان: أحدهما: عند نزول عيسى عليه السلام، فانه يتبعه أهل كل دين، وتصير المللُ واحدة، فلا يبقى أهل دين إلا دخلوا في الإسلام أو أدَّوا الجزية، قاله أبو هريرة، والضحاك. والثاني: أنه عند خروج المهدي. قاله السدي. والقول الثاني: أن إظهار الدِّين إنما هو بالحجج الواضحة، وإن لم يدخل الناس فيه. (زاد الميسر ٢/٢٥٤، سورة التوبة : ٣٣)

'"তিনি তাকে সকল ধর্মের উপর বিজয় দান করবেন" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় দুটো বক্তব্য রয়েছে। প্রথম বক্তব্য : ইসলাম সকল ধর্মের উপর বিজয় লাভ করবে। এটা কখন হবে? এই বিষয়ে দুটো মত রয়েছে, এক. ঈসা আ. যখন অবতরন করবেন। তখন সকল ধর্মের লোকেরা ইসলামের অনুসারী হয়ে যাবে এবং সকল ধর্ম একটি ধর্মে পরিণত হবে। দুনিয়াতে আর অন্য কোনো ধর্ম বাকি থাকবে না, হয় তারা ইসলামে প্রবেশ করবে অথবা জিযিয়া আদায় করবে। এটা সাহাবি আবু হুরাইরাহ ও তাবেয়ি যাহহাক রহিমাহুল্লাহের মত। দুই. এটা ইমাম মাহদি যখন আত্মপ্রকাশ করবে তখন হবে। সুদ্দি রহিমাহুল্লাহ এমন মত ব্যক্ত করেছেন। দ্বিতীয় বক্তব্য : দীনের বিজয় হবে স্পষ্ট দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে, যদিও সকল মানুষ ইসলাম ধর্মে প্রবেশ না করুক।'[10]

ইমাম মাতুরিদি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৩৩৩ হি.) লেখেন,

وقوله عز وجل: (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ). يحتمل وجوهًا: يحتمل: ليظهر رسوله على أهل الدِّين كله بالحجج والآيات، فقد أظهره بحمد الله على الأديان كلها بالحجج والبراهين،

[10] যাদুল মুয়াসসার ২/২৫৪

حتى لم يتعرض أحد في شبه ذلك فضلًا أن يتعرض في إبطاله. ويحتمل: ليظهره على أهل الدِّين كله بالقهر والغلبة والإذلال، فقد كان حقا خضعوا له كلهم وذلوا، حتى لم يبق في جزيرة العرب مشرك ولا كافر إلا خضع له، وصار أهل الكتاب ذليلين صاغرين في أيدي المسلمين... وإن كان أراد به الدِّين أن يظهره على الأديان كلها فبعد لم يكن، ويكون - إن شاء الله تعالى - هو الظاهر على الأديان كلها يوم القيامة. (تأويلات أهل السنة ٣٦١/٥، تحت سورة التوبة : ٣٣)

'আল্লাহর বানী "যাতে তিনি একে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন" এই কথার কয়েকটি দিক রয়েছে। এক. রাসুলকে সকল ধর্মের উপর বিজয় দান করবেন দলিল-প্রমানাদির মাধ্যমে। আলহামদুলিল্লাহ, তিনি সকল ধর্মের উপর দলিল-প্রমানাদির মাধ্যমে ইসলামকে এমনভাবে বিজয় করেছেন যে, এতে আর কারো কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখেননি, একে ভ্রান্ত প্রমান করবে তো বহু দূর। দুই. সকল ধর্মের উপর বিজয় শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে অর্জন হবে। তাও সত্য হয়েছে। সকলেই ইসলামের সামনে নত হয়েছে ও অপদস্ত হয়েছে। এমনকি জাযিরাতুল আরবে ইসলামের সামনে নত হওয়া ছাড়া কোনো কাফের ও মুশকির নেই। সকল আহলে কিতাব লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হয়ে মুসলমানদের অধিনস্ত রয়েছে। ... 'অন্যসকল ধর্মের উপর বিজয়ী হবে' উদ্দেশ্য যদি এটা হয় তাহলে তা এখনো হয়নি বরং তা কেয়ামতের দিন হবে।'[11]

[11] তাফসিরে মাতুরিদি ৫/৩৬১

## মতানৈক্যের মৌলিক দিক

গভিরভাবে লক্ষ্য করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, এই সকল বক্তব্যগুলোর মাঝে বাস্তবিক কোনো বিরোধ নেই। প্রত্যেকটি বক্তব্য ভিন্ন ভিন্ন সম্ভবনার বিষয়টি ব্যক্ত করছে। পুরো বিষয়টিকে এভাবেও ব্যক্ত করা যায়, আয়াতে দীনের বিজয় দ্বারা সর্বরকের দীনের বিজয়ই উদ্দেশ্য। যার অধিনে ইলম ও দলিলের মাধ্যমে বিজয়ও অন্তর্ভুক্ত এবং ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির মাধ্যমে বিজয়ও উদ্দেশ্য।

## দীনের বিজয় 'তাকবিনি' না 'তাশরিয়ি'?

প্রবন্ধের শুরুতে যে আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে দীনের বিজয়কে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তা থেকে অনেকের এই ধারণা জন্ম হয়েছে যে, দ্বীনকে বিজয়ী করা এটা মূলত আল্লাহর কুদরতি কাজ। বান্দার দায়িত্বে তা বর্তায় না। অন্য পরিভাষায় তা এভাবে ব্যক্ত করা হয় যে, 'দীনের বিজয় হলো তাকবিনি বিষয়, তাশরিয়ি নয়।'

এই ধারণা বুঝের ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়। দীনের বিজয়ের ফলাফল দান আল্লাহই দিবেন, এই বিবেচনায় যদি তাকবিনি বলা হয় তাহলে হয়তো এতে তেমন সমস্যা হয় না। কেননা, মানুষ ফলাফলের মুকাল্লাফ নয়। বরং মানুষের কাজ হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আল্লাহর কী বিধান ও আদেশ রয়েছে তা পালন করা। হযরত ইসমাইল শহিদ রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১২৪৬ হি.) লেখেন,

تكليف العباد بالأفعال تكليف بصرفهم القدرة المتوهمة المودوعة فيهم إليها، لا بخلقها حتى يلزم التكليف بالمحال، فالتكليف بالجهاد معناه التكليف بالسعي في إزالة شوكة الكفار، لا بسلب حياتهم، وإلقاء الرعب في قلوبهم، وإيجاد الهزيمة عليهم، وأمثالها من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله جل جلاله.

‘আল্লাহ তাআলা বান্দাকে বিভিন্ন কাজের মুকাল্লাফ বানিয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বান্দা নিজের মধ্যে থাকা সম্ভাব্য শক্তিকে উক্ত কাজে ব্যয় করবে। ঐ কাজগুলোকে বান্দা সৃষ্টি করবে তা উদ্দেশ্য নয়। অন্যথায় (যেহেতু কাজের সৃষ্টি বান্দার সাধ্যের মধ্যে নয় তাই তার আদেশ) অসাধ্য বিষয়ে বাধ্য করা আবশ্যক হয়ে যায়। উদাহরণত, আল্লাহ বান্দাকে জিহাদ করার মুকাল্লাফ বানিয়েছে। তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সে তার সম্ভাব্য শক্তি দিয়ে কাফেরদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি শেষ করার চেষ্টা করে যাবে। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, কাফেরদের জীবন শেষ করে দিবে, তাদের অন্তরে ভীতি ও দাপট তৈরি করবে এবং তাদেরকে পরাজিত করবে। এই জাতীয় বিষয়গুলোর সক্ষমতা কেবল আল্লাহ তাআলারই রয়েছে।’

বাস্তবতা হলো ‘দীনের বিজয় আল্লাহ দিবেন, তা মানুষের দায়িত্ব নয়’ এইধরনের তাবির ভ্রান্তির রাস্তা খুলে দেয়। এগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ির ফলে হাজারো মুসলমান অসংখ্য দ্বীনি বিষয়ের উপর আমল করা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

এখানে এই বিষয়টি বিশেষ উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার যে সকল কাজকে বিভিন্ন আসবাব্ ও উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত করে

দিয়েছেন, সেগুলোর ক্ষেত্রে ঐ আসবাব ও উপকরণগুলো সঠিকভাবে গ্রহণ করার দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ফলাফল অর্জিত হয়ে যায়। এমনই, শরীয়তের যে বিধানগুলো বিভিন্ন আসবাব ও উপকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট সে আসবাব যদি মানুষ যথাযথ আদায় করে তাহলে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন হয়েই যায়। সাধারণভাবে শরীয়তের বিধানের উপর আমল করেও কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনে বঞ্চিত থাকা মূলত উক্ত বিধানের সংশ্লিষ্ট আসবাব ও উপরকণ আদায়ের দূর্বলতা, গাফলতি এবং অপূর্ণাঙ্গতাই দায়ী হয়ে থাকে। হয়তো শরীয়ত যে আসবাব ইখতিয়াত করতে বলেছে তা পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয়নি অথবা তা গ্রহণে শরয়ী দিকনির্দেশনা ও শিক্ষার যথাযথ খেয়াল করা হয়নি।

এজন্য কোনো বিধানের কাঙ্খিত ফলাফল না আসলে নিশ্চিন্তে বসে থাকা কোনোভাবেই উচিত নয়। বরং নিজের সাধ্যের মধ্যে থাকা উপায় ও উপকরণ নিয়ে চিন্তা করা এবং কাজের মাঝে হওয়া ভুলগুলো খুঁজে বের করে সংশোধনের চেষ্টা করতে থাকাই হলো প্রকৃত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তির পরিচয়।

## দীনের বিজয় তাশরিয়ি হওয়ার কিছু মজবুত দলিল

দীনের বিজয় বান্দার দায়িত্ব এটার স্পষ্ট ও মৌলিক দলিল তো হলো, শরীয়ত তার আসবাব ও উপকরণকে উম্মতের জিম্মায় আবশ্যক সাব্যস্ত করেছেন। কুরআনে উল্লেখ হয়েছে,

﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ﴾

'তোমরা ওদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যে পর্যন্ত ফেতনা শেষ না হয় এবং আল্লাহরই জন্য হয়ে যায় আনুগত্য। আর যদি ওরা বিরত হয়, তবে জালেমরা ছাড়া কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করার অবকাশ নেই।'[12]

উক্ত আয়াতে 'ফিতনা' শেষ হওয়া এবং দীন একনিষ্ঠ আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে 'ফিতনা' দ্বারা কী উদ্দেশ্য? আর 'দীন আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া' দ্বারাই বা উদ্দেশ্য কী? এই দুটো বিষয় সংশ্লিষ্ট মুফাসসিরিনে কেরামের বক্তব্য অনুসন্ধান দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এখানে দীনের বিজয়ই উদ্দেশ্য।

এখন এই আয়াত থেকে এভাবে দলিল পেশ করা যাবে যে, আয়াতে আমরের সিগা (আদেশ সূচক শব্দ) দিয়ে যুদ্ধের আদেশ করা হয়েছে। যে যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে দীনকে বিজয়ী করা। পুরো আলোচনার খোলাসা দাঁড়ালো, যতক্ষণ দীনের বিজয় না হবে, তোমরা জিহাদ করতে থাকবে। আর এটা স্পষ্ট যে, কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য প্রাথমিকভাবে কোনো ফরজ বা ওয়াজিব কাজ শুরু হয়ে যায়, সেই কাজটিও ওয়াজিব হয়ে যায়। আর কোনো বিধান ফরজ হওয়ার অর্থ হলো তা তাশরিয়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। আর তাশরিয়ি বিধান পালনে বান্দা আল্লাহর পক্ষ থেকে বাধ্য থাকে।

উম্মাহের ফকিহগণ এই নুকতা বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন। জিহাদ ফরজে কিফায়া কেনো এবং ফরজে আইন কেনো নয়, এর বিস্তারিত আলোচনায় এটাই বলা হয় যে, জিহাদের উদ্দেশ্যই হলো

---

[12] সুরা বাকারাহ : ১৯৩

দীনের বিজয় আর এজন্যই উম্মতের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য একসাথে তাতে অংশগ্রহণ জরুরি নয়।

উদাহরণস্বরূপ ইমাম জাসসাস রহিমাহুল্লাহের বক্তব্য দেখুন,

فصل: ومن الأمر ما يكون فرضا على الكفاية ويتوجه به الخطاب إلى جماعتهم، نحو الجهاد والصلاة على الجنائز ودفن الموتى وغسلهم، ونحو التفقه في الدين قال الله تعالى {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم} [التوبة: ١٢٢] فدل على أنه فرض على الكفاية، والجهاد كذلك لأنه معلوم أن فرض الجهاد لازم لإظهار دين الله، ولو لزم كل واحد ذلك لتعطل الناس عن سائر أمورهم. (الفصول في الأصول ١٥٧/٢، الباب الحادي والثلاثون في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار، فصل من الأمر ما يكون فرضا على الكفاية ويتوجه به الخطاب إلى جماعتهم)

কিছু আদেশসূচক শব্দের মাধ্যমে ফরজে কিফায়া সাব্যস্ত হয় এবং এর দ্বারা মুসলমানদের .... যেমন, জিহাদ, জানাযার নামাজ, মৃত ব্যক্তির দাফন ও গোসল এবং দীনের গভির জ্ঞান অর্জন। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ, “তাদের প্রত্যেক বড়দল থেকে একটি ছোট অংশ বের হয় না কেনো? যাতে তারা দীনের ‘বুঝ’ অর্জন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে।” এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে এই বিধান ফরজে কিফায়া। জিহাদের বিধানও অনুরূপ। কেননা, জিহাদের ফরজিয়্যাত আল্লাহর দীনের বিজয়ের জন্য জরুরি। যদি সকলের জন্য

একই সময়ে জিহাদ আবশ্যক হয়ে যেতো তাহলে মানুষেরা সকল কাজ থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তো।’[13]

ইমাম কাসানি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৫৮৭ হি.) লেখেন,

ولأن ما فرض له الجهاد وهو الدعوة إلى الإسلام، وإعلاء الدين الحق، ودفع شر الكفرة وقهرهم، يحصل بقيام البعض به. (بدائع الصنائع ٩٨/٧، كتاب السير،فصل في بيان كيفية فرضية الجهاد)

‘ইসলামের দিকে দাওয়াত, সত্য দীনের বিজয় এবং কাফেরদের ক্ষতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি শেষ করার জন্যই জিহাদকে ফরজ করা হয়েছে। আর তা কিছু মানুষ এই কাজে নিয়োজিত থাকলে তা অর্জন হয়ে যাবে।’[14]

## দীনের বিজয়ের হুকুমের অত্যাধিক গুরুত্ব

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইসলামকে বিজয়ী রাখা দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহের একটি। এটা কোনো তাকবিনি বিধান নয় যে, তা পালনে সম্পূর্ণ বিরত থেকে অন্য কাজে সময় ব্যয় করতে হবে। এবং কোনো মুস্তাহাব বিধানও নয় যে, এই হুকুম পালন ছেড়ে দিলে কোনো গুনাহ হবে না। বরং দীনের বিজয় ইসলামের জরুরি বিধানের একটি, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা পালনে কোনোরূপ অবহেলা করা এবং নিজের অংশের দায়িত্বে কোনো ত্রুটি করা গুনাহের কারণ হবে। সাথে এটাও মনে রাখতে হবে, দীনের বিজয় এটা একক ব্যক্তি বা স্বল্প কিছু মানুষের

[13] আলফুসুল ফিল উসুল ২/১৫৭

[14] বাদায়েয়ুস সানায়ে ৭/৯৮

চেষ্টা-প্রচেষ্টার কাজ নয়। বরং তা পুরো উম্মতের বা দায়িত্ব আদায় হয় এমন উল্লেখযোগ্য একটি জামাতের কাজ। আর প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব আদায়ের বাধ্যবাধকতা নিজ সামর্থ্যনুযায়ীই হবে।

## দীনের বিজয় জিহাদ ছাড়া সম্ভব নয়

উপরের আয়াতগুলোতে জিহাদের বিধানকে আবশ্যক করা হয়েছে এবং এর শেষ ফলাফল বলা হয়েছে দীনের বিজয়। যেখানে জিহাদ হলো দীনের দাওয়াতের সর্বশেষ স্তর। জবান ও ইত্যাদি নসিহতের অন্যান্য উপায় অবলম্বন করার পরই যার প্রয়োজন হয়। আর শরয়ী বিধান পালনে পর্যায়ক্রমের বিষয়টি লক্ষনীয় হয়। সুতরাং যেখানে কোনো অন্যায়ের প্রতিকার শুধু মুখের মাধ্যমে করা সম্ভব সেখানে হাতের ব্যবহার করে কাউকে কষ্ট দেওয়া জায়েয নেই। তো, শরয়ী বিধিবিধান পালনে পর্যায়ক্রমের বিষয়টির এত গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও দীনের বিজয়ের জন্য জিহাদের আদেশ করা হয়েছে। যা থেকে স্পষ্ট যে, জিহাদের জন্য এখানে যেটাকে উদ্দেশ্য বলা হচ্ছে, তা স্বাভাবিকভাবে এর থেকে কম স্তরের উপায়ের মাধ্যমে অর্জন হবে না। বরং উক্ত কাজের জন্য জিহাদকেই মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা জরুরি। শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ১১৭৬ হি.) বলেন,

اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالخلافة العامة، وغلبة دينه على سائر الأديان لا يتحقق إلا بالجهاد وإعداد آلاته، فإذا تركوا الجهاد، واتبعوا أذناب البقر أحاط بهم الذل؛ وغلب عليهم أهل سائر الأديان. (حجة الله البالغة ٢/٢٦٧، باب الجهاد)

'আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'খিলাফতে আম্মাহ' (ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করাক) দিয়ে প্রেরণ করেছেন। (এবং পুরো দুনিয়ার সকল জীবনব্যবস্থার উপর খেলাফতকে প্রতিষ্ঠা করা) আল্লাহর দীনকে সকল দীনের উপর বিজয় করা শুধু জিহাদ ও জিহাদের হাতিয়ার প্রস্তুত করার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে। আর যখন তোমরা জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন লাঞ্চনা তোমাদের ঘিরে ফেলবে এবং সকল ধর্ম তোমাদের উপর বিজয়ী হয়ে যাবে।'[15]

## দীনের বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা

দীনের বিজয়ের শরয়ী অবস্থান এবং এর গুরুত্বের বিষয়টিকে যদি আমরা আমাদের বর্তমান সমাজের সাথে তুলনা করি তাহলে সূর্যের আলোর মত এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বর্তমান সময়ে ইসলাম বিজয়ী নয়। শাসন পরিচালনায় আজ তা পরাজিত। এর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিচারপরিচালনা ইত্যাদি শাসন পদ্ধতি আজ সমাজে অনুপস্থিত। তার নৈতিক ও রূহানী শিক্ষাগুলো আজ কোথাও নজরে আসে না। ইবাদত, বিশ্বাস ও মতাদর্শে ইসলামের নির্দেশনার কার্যকরী

---

[15] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ২/২৬৭

মুফতি সাইদ আহমদ পালনপুরি রহিমাহুল্লাহ এই কথার ব্যাখ্যা লেখেন,

'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ দুনিয়াতে ইসলামি খিলাফত ও শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য পাঠিয়েছেন। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এই দীনের বিজয় শুধুই জিহাদের দ্বারাই বাস্তবায়িত হবে। আর জিহাদ আসবাব ও উপকরনের উপর নির্ভরশীল, আর ঘোড়া হলো জিহাদের অন্যতম একটি বাহন, তাই তা প্রস্তুত করার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহিত করেছেন।'-রহমাতুল্লাহিল ওয়াসিয়াহ ৫/৩৯৪ (আব্দুল্লাহ)

ও সন্তোষজনক কোনো চিত্রের অস্থিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। বৈশ্বিকভাবে ইসলামের কর্তৃত্ব ও শাসন তো বহু দূরের বিষয়, মুসলিম সমাজ ও মুসলিম নামধারী দেশগুলোর অবস্থা তো হলো, সেখানে ইসলামি শিক্ষার আলোকে পরিচালিত একটি আদর্শ সমাজ দেখার জন্য চোখগুলো ব্যাথাতুর হয়ে আছে আর অন্তরগুলো ব্যকুল হয়ে উঠছে কিন্তু গন্তব্যের কোনো চিহ্ন এখনো নজরে আসছে না। বরং 'দিল্লি বহু দূর' এর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি মনে হচ্ছে।

ইসলামের শিক্ষা কী এবং আমরা নিজেদের দূর্বলতার কারণে কোন লক্ষ্যপানে ছুটে চলছি? এই ব্যাপারে খুবই গুরুত্বের সাথে চিন্তাভাবনা করা অত্যন্ত জরুরি।